এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

মার্চ ২০১৪

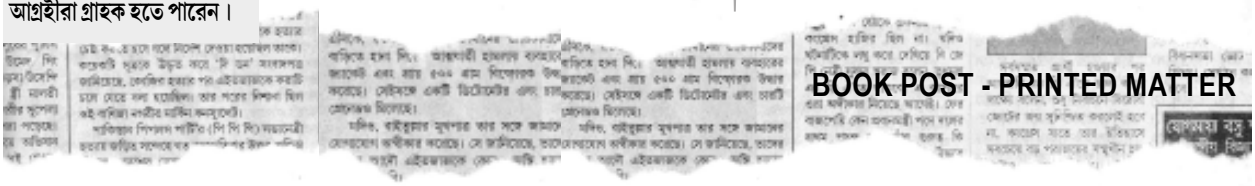

BOOK POST - PRINTED MATTER

সাথী,

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ!

আগামী জুলাই ২০১৪ সংবাদ পরিষেবা বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করছে। এই বিশ বছরের পরিক্রমায় আপনাদের শুভেচ্ছাই আমাদের পাথেয় ছিল। আপনাদের সহযোগিতায় এখন অব্দি আমরা প্রায় তিন লক্ষ পাঠকের কাছে পৌঁছোতে পেরেছি।

এই বিংশতি বর্ষে উপনীত হওয়ার সুবাদে আমরা এবার এই পত্রের প্রচার-প্রসার, সফলতা-বিফলতার এক সমীক্ষা করে দেখলাম। দেখলাম, ৩ লক্ষ পাঠকের এই যে পরিমণ্ডল, তা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে আপনাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত ১৫৬টি পত্রিকার নিয়মিত-অনিয়মিত বিনিময়ের ভেতর দিয়ে। অথচ 'পরিষেবা পত্র' প্রেরিত হয় ৪৫৫টি পত্রিকায়। যদিও কয়েকটি পত্র সংখ্যা বিনিময়ে উদ্যোগী না হলেও, 'পরিষেবা পত্র' থেকে পুনর্মুদ্রণ করেছে এমন প্রয়াসও আমরা লক্ষ্য করেছি, তবে সকলে সংবাদ পরিষেবার সঙ্গে পত্রিকা বিনিময় করবেন এমনই আমাদের ঐকান্তিক আশা।

আপনারা জানেন কাগজ, মুদ্রণ, ডাক মাশুল সবই দিন দিন বাড়ছে। এতদসত্ত্বেও সংবাদ পরিষেবা এখন অব্দি একনাগাড়ে আমরা পাঠিয়ে চলেছি। তালিকা অনুযায়ী এমনভাবেই আমরা 'পরিষেবা পত্র' পাঠিয়ে যাব আগামী জুন মাস অব্দি। এর ভেতর যদি বিনিময়ের নতুন পত্রিকা দফতরে আসে, সেই পত্রিকার নাম আমরা তালিকা-বদ্ধই রাখব।

আমরা জানি খবরের কাগজ চালানো কঠিন কাজ। ফলত ইচ্ছে থাকলেও অনেকেই কাগজ প্রকাশ করতে পারছেন না। তাঁরা যদি তাঁদের ইমেল আইডি থেকে একটা ফাঁকা বা ব্ল্যাঙ্ক মেল saambaad@gmail.com-এ পাঠান তাহলে আমরা তাঁকে সংবাদ পরিষেবার ই-কপি পাঠিয়ে দেব। সাংবাদিক বা সংবাদ সংগ্রহে আগ্রহীজন একইভাবে ই-কপি পেতে পারেন। যাঁদের ইমেলের সুবিধা নেই তাঁরা 'পরিষেবা পত্র -এর বার্ষিক গ্রাহক হতে পারেন। সেক্ষেত্রে নিচে বলা ঠিকানায় ৫০ টাকা মানি অর্ডার করে পাঠান। প্রেরিত পত্রিকার তালিকা পরিষেবা পত্রের সঙ্গে সংযোজিত হল, সম্পাদকরা প্রয়োজনে দেখে নিতে পারবেন।

কথা প্রসঙ্গে বলি, কয়েকটি পত্রিকা এখনও ঢাকুরিয়া অফিসের ঠিকানায় (গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা ৭০০ ০৩১) আসছে। সম্পাদকদের প্রতি অনুরোধ পত্রিকা কেবল আমাদের বোসপুকুর অফিসের ঠিকানায় (৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা ৭০০ ০৪২) পাঠান। সংবাদ পরিষেবার গ্রাহক হয়ে বা পত্রিকা নিয়মিত বিনিময় করে বাধিত করুন। আপনাদের পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদ ও অভিনন্দনসহ

সুব্রত কুণ্ডু

ঠিকানা :

সংবাদ পরিষেবা, প্রযত্নে ডিআরসিএসসি, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা : ৭০০ ০৪২।

পুনশ্চ : জুন মাস অব্দি পরিষেবা-পত্র আমরা সকলকেই পাঠিয়ে যাব। এর ভেতর নতুন যাঁরা পত্রিকা পাঠাবেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের সংখ্যা বিনিময়ের কাজ বহাল থাকবে। দফতরে যাঁরা সংখ্যা পাঠাচ্ছেন সেই পত্রিকা-তালিকা পরিষেবা-পত্রের সঙ্গে সংযোজিত হল।

রাজধানীর পাখি

১৯/১৩০

দিল্লিতে অনেকরকম জলচর পাখির খোঁজ পাওয়া গেছে। যেমন সাদা-কালো একটা পাখি, ইংরেজিতে নাম পায়েড অ্যাভোসেট, তারপর জলচর টিট্টিভ জাতীয় পাখি ও কালো ডানার আর এক জলচর যার ইংরেজিতে নাম স্টিল্ট। এর ভেতর পায়েড অ্যাভোসেট দিল্লিতে দেখাই যেত না। কিন্তু এবার খোঁজ পাওয়া গেছে তেইশটির, টিট্টিভ পাওয়া গেছে আটটি আর কালো ডানার পাখিটা দুশো সাতটি। কালো ডানার পাখিটাই সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে। এই পাখিটা গতবার সাতাত্তরটা পাওয়া গেছিল।

এইসব পাওয়া গেছে এশিয়ার এক জলচর-পাখি-সমীক্ষায়। সমীক্ষকরা বলছেন, দিল্লিতে পাখি বাড়ার কারণ ওখলা স্যাংকচুয়ারি থেকে পাখির দিল্লির এইসব জলাভূমিতে চলে আসা। তবে এর ফলে দিল্লির পাখি-বৈচিত্র বাড়ছে। এই খবরটা পাওয়া গেল WWW.timesofindia.indiatimes.com থেকে।

কাবু ল

১৯/১৩১

আফগানিস্তানে চোরাপথে খুব শিকার করা বেড়েছে। ফলে অনেক পশুর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। শিকার করা নিয়ে দেশের প্রেসিডেন্টের নিষেধ আছে। কিন্তু কেউ শুনছে না।

আফগানিস্তানে একশো পঞ্চাশটি পশুপাখি এখন ঝুঁকির মুখে। কিন্তু কতগুলো পশু এখন অব্দি হত্যা করা হয়েছে তার কোনো হিসেব করা যাচ্ছে না। পরিবেশবিদরা এইজন্য রাজনীতির লোকজনকে দোষ দিচ্ছেন। তাদের ধারণা, ভোটের সময় সমর্থক বাড়াতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে লোক নিয়ে আসা হয়। এইসব শিকার নাকি তাদেরই কাজ। এই খবরটা আছে www.bbb.co.uk ওয়েবসাইটে।

টু ইন ওয়ান

১৯/১৩২

চাষবাসের সুবিধের জন্য একটা নতুন জিনিসের আবিষ্কার হয়েছে। জিনিসটা একটা 'জৈব তরল'। আবিষ্কার করেছেন আন্দাবন আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স কলেজের গবেষকরা। এই কলেজটা কেরলের ত্রিচিতে।

জৈব তরলটার নাম 'কৃষি কথক কৃষি পোষক'। এই জিনিসটা বানানো হয়েছে পশু-মল ও ভেষজ দিয়ে। এই জিনিসটা দিয়ে জমিতে সারও হবে, কীটনাশকও হবে। এই জিনিসটা ফসলকে বাড়তে ও ফলন বাড়াতে সাহায্য করবে। বলা হচ্ছে, কেরলে ট্যাড়শ, বেগুন ও নানা জাতের শুঁটিতে এই জিনিসটা দিয়ে চাষিরা সব দিক দিয়ে লাভবান হচ্ছেন।

তখনো ?

১৯/১৩৩

মহেঞ্জোদারো,আক্কাদ, মিশর ইত্যাদি সভ্যতা জলবায়ুর উল্টোপাল্টা আচরণের জন্য ধ্বংস হয়েছিল। একনাগাড়ে ওখানে বৃষ্টিহীন শুখা মরশুম চলছিল। বিজ্ঞানীরা এখন এইসব কথা বলছেন।

কসাইখানা ?

১৯/১৩৪

সারা পৃথিবীতে প্রতিবছর দশলক্ষ সদ্যোজাত শিশু প্রথমদিনেই মারা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য-পরিষেবা ও দক্ষ দাইয়ের ব্যবস্থা করলে এই সংখ্যাকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা যাবে। এইসব কথা বলা হয়েছে 'সেভ দ্য চিল্ড্রেন' সংস্থার প্রতিবেদনে ।

জলকামান

১৯/১৩৫

যমুনা নদীর জল দূষিত হয়ে যাচ্ছে। আগ্রা আর মথুরায় এই জল একেবারে মুখে তোলা যাচ্ছে না। দিল্লির কলকারাখানাগুলো থেকে বিষাক্ত বর্জ্য এসে যমুনা নদীতে পড়ে এইসব ঘটছে। দিল্লি থেকে ১৬টা নালা দিয়ে এই বর্জ্য আসছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার এসব কথা দিল্লি সরকারকে জানিয়েছে।বলেছে কারখানা থেকে বিষাক্ত জিনিস যমুনায় না ফেলতে। বলেছে, দিল্লিতে যেন কারখানায় কারখানায় বর্জ্য শোধনের ব্যবস্থা করা হয়। এই খবরটা আমরা পেলাম www.theage.co-।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

রবারি

১৯/১৩৬

কেরলে ধান চাষের সামনে একটা সংকট এসেছে। ওখানে ধান চাষ কমে আসছে । ওখানে ছোট চাষিরা আর ধান চাষ করছে না। কারণ ধান চাষ করে কোনো লাভ হচ্ছে না। এখন তারা রবার চাষ করছে। কারণ রবার চাষ করে লাভ হচ্ছে। এদিকে ২০৩০ সাল অব্দি করা একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, দেশকে খাওয়াতে ১০০ মিলিয়ন টন-এর বেশি চাল লাগবে।

নদীর সর্বনাশ

১৯/১৩৭

পাঞ্জাবের উনায় চোরা পথে খনি করে পাথর তুলে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। উনা জায়গাটা পাঞ্জাবের একটা সীমান্তে। ওখানে পাহাড় আর নদী এই জন্য নষ্ট হচ্ছে। উনা থেকে ভাঙা পাথর আর নুড়ি গাড়ি বোঝাই হয়ে যাচ্ছে। এইসব কথা সমীক্ষা করে পেয়েছে দ্য ট্রিবিউন পত্রিকা। নদীতে খনি করা রুখতে পাঞ্জাবে নাকি এক সরকারি নিষেধনামা আছে।

আঃ

১৯/১৩৮

মহারাষ্ট্রে হর্ন আর সাইরেনের শব্দ-সীমার ওপর নজরদারি করার একটা উপসমিতি বানানো হয়েছে। এই উপসমিতিটা বানিয়েছে মহারাষ্ট্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। তবে এর পাশাপাশি মহারাষ্ট্র কেন্দ্রীয় মোটর যান বিধি মোতাবেকও এই হর্ন ও সাইরেনের ওপর তদারকি শুরু হয়েছে।

ব্ল্যাক কার্বন ?

১৯/১৩৯

জলবায়ু বদলের জন্য কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পাশে আর একটা জিনিস পাওয়া গেছে। এই জিনিসটার নাম ব্ল্যাক কার্বন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য নাকি কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পর ব্ল্যাক কার্বনই দায়ী। বাতাসে ব্ল্যাক কার্বন বাড়লে চাষের ক্ষতি হয়। এইসব কথাই বিজ্ঞানীরা গত বছর করা এক সমীক্ষা থেকে জানতে পেরেছে।

গ্রিন পিস বলছি

১৯/১৪০

ভারতের নির্বাচন আয়োগকে গ্রিন পিস একটা আর্জি জানিয়েছে। গ্রিন পিস বলেছে,আয়োগ যেন জিন ফসলের মাঠ -পরীক্ষা স্থগিত রাখার ফরমান দেয়। গ্রিন পিসের কথা হল, আয়োগ যদি ভোটের আগে অব্দি রিল্যায়েন্সের গ্যাসের দাম বাড়ানো থামিয়ে রাখতে পারে,তাহলে পরিবেশ ও দেশের স্বার্থে এই কাজ করতে পারবে না কেন ?

মেয়েদের চাষবাস

১৯/১৪১

গুজরাটে চাষ জমির ওপর মেয়েদের অধিকার কায়েম করাতে একটা অভিযান শুরু হয়েছে। এই অভিযানটা করছে গুজরাটের ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ল্যান্ড ওনারশিপ ও অক্সফ্যাম ইন্ডিয়া নামের দুটো সংগঠন। এর ভেতর একটা সমীক্ষা করে দেখা গেছে, গত তিন বছরে ওখানে পরিবারসূত্রে পাওয়া চাষজমি হারিয়েছে প্রায় ২২ শতাংশ মেয়ে। এর কারণ নাকি জবরদস্তি আর অজ্ঞতা।

জলীয় লড়াই

১৯/১৪২

২০২৫ সালের ভেতর পৃথিবীর সাড়ে ৩০০ কোটি মানুষের জলের সংকট হবে। নদীর জলের ভাগ নিয়ে ভারত, চিন, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের ভেতর মারামারি হবে। এ বছরের বিশ্ব জল দিবসের সময় রাষ্ট্রসংঘের একটা রিপোর্টে এইসব বলা হয়েছে।

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প

১৯/১৪৩

গত বছর পৃথিবীর ৭০ লাখ মানুষ বাতাসের দূষণ থেকে মারা গেছে। আগের হিসেবের থেকে এই সংখ্যা এখন দ্বিগুণ হল। এইসব লেখা আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হাল আমলের এক প্রতিবেদনে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

রাজস্থানে ফ্লেমিংগো

১৯/১৪৪

রাজস্থানে ফ্লেমিংগো পাখি সংখ্যায় বাড়ছে। গুনে দেখা গেছে এই পাখির সংখ্যা এখন রাজস্থানে ৩,১০০। এই পাখি গোনার কাজ করেছে দি এশিয়ান ওয়াটারবার্ড সেনশাস। ফ্লেমিংগো পাখি বেড়েছে সম্ভর সল্টলেকে। খবরটা বেরিয়েছে জয়পুরের টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে।

ফায়ার অ্যালার্ম

১৯/১৪৫

ফেয়ারনেস ক্রিমে ভারি ধাতু পাওয়া গেছে। আবার লিপস্টিকেও ভারি ধাতু আছে। এইসব কথা জানতে পেরেছে সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট পরীক্ষা করে। পরীক্ষা থেকে জানতে পারা গেছে ৪৪ শতাংশ ফেয়ারনেস ক্রিমে আর লিপস্টিকে ৫০ শতাংশ পারদ আছে। আর ৪৩ শতাংশ ক্রোমিয়াম এবং নিকেল লিপস্টিকে পাওয়া গেছে। এই ক্রিম আর লিপস্টিক ব্র্যান্ডগুলির কোম্পানির নাম হল লওরিয়াল, ব্রসম কোচার, প্রক্টার গ্যাম্বল ও হিন্দুস্তান ইউনিলিভার। খবরটা বেরিয়েছে দিল্লির ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস।

■■

ন তু ন | ব ই

খাওয়ার আইন। সবাই খাওয়ার আইন-খাদ্য সুরক্ষা আইন। তবে আইন করে সবাই খাবার পাবে কি পাবে না তা নিয়ে দোলাচল বার্তাজীবী -সমাজব্রতী -অর্থশাস্ত্রী সমাজে। এই বইতে এমনই যুক্তিবাণে ১০ চিন্তক ১০ নিবন্ধে, একেবারে জঁ দ্রেজ থেকে দেবিন্দর শর্মা। তৎসহ আইনের কথাসার।

১/১৬ ডিমাই। হোয়াইটপ্রিন্ট। ৬৮ পাতা। ৫০ টাকা

ডি আর সি এস সি
২৪৭৩৪৩৬৪।।২৪৪২৭৩১১ ।।৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

■■

বই কল্প

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু